49

তারিখ ... 11 APR 1996 ...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪ ......

আজকের কাগজ

চট্টগ্রাম ও কুমিল্লা বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার হালচাল

কেন্দ্রের বাইরে কড়াকড়ি ভেতরে অবাধে নকল চলছে

ইয়াসিন হীরা ঃ কুমিল্লা ও চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত এসএসসি পরীক্ষায় 'অবাধে নকল চলছে। কেন্দ্রগুলোর বাইরে কড়াকড়ি অবস্থা বিদ্যমান থাকলেও কেন্দ্রের ভেতরের চিত্র ভিন্ন। পর্যবেক্ষকের দায়িত্বে নিয়োজিত শিক্ষক-শিক্ষিকা নিজেরাই পরীক্ষার্থিদের নকল সরবরাহ করছেন। বোর্ডের ভ্রাম্যমান পর্যবেক্ষক টিম ও স্থানীয় প্রশাসনের ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্মকর্তারা কেন্দ্রে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে পর্যবেক্ষক শিক্ষক-শিক্ষিকা পরীক্ষার্থিদের সতর্ক করে দিয়ে থাকে। থানা পর্যায়ের কেন্দ্রগুলোর পরীক্ষা কমিটির সদস্যরা ভ্রাম্যমান ও স্থানীয় প্রশাসনের পরিদর্শকদের ম্যানেজ করার কাজে ব্যস্ত থাকেন। থানা পর্যায়ের কেন্দ্রগুলো অবাধে নকল করার সুযোগ দেয়ার জন্যে স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তাদের এককালীন নগদ টাকা প্রদানেরও অভিযোগ রয়েছে। এসব কেন্দ্রে পরিদর্শকরা যান না, গেলেও ৫/১০ মিনিট অবস্থান খোশগল্প করে চলে আসেন। পরীক্ষা শুরু হওয়ার ৫/১০ মিনিটের মধ্যে প্রশ্নপত্র বাইরে চলে আসছে। ফটোকপির দোকানগুলোতে প্রশ্ন বিক্রি হতে দেখা গেছে। স্কুলের পিয়ন, দারোয়ান, শিক্ষকরা নগদ টাকার বিনিময়ে নির্দিষ্ট পরীক্ষার্থীর কেন্দ্র পরিবর্তন করে কেনো। টেকনিক্যাল স্কুল কেন্দ্রের পরীক্ষার্থিরা প্রতিবছর অন্য স্কুলে গিয়ে পরীক্ষা দিলেও এ বছর পরীক্ষা দিচ্ছে নিজেদের স্কুলে। এসব স্কুলের পরীক্ষার্থিদের পর্যবেক্ষক হচ্ছে স্কুলেরই শিক্ষক-শিক্ষিকা। ফলে ফ্রিস্টাইলে চলছে নকল। অনুসন্ধানে জানা গেছে, প্রত্যেকটি গ্রাম এলাকার স্কুলগুলো প্রতি পরীক্ষার্থী "কেন্দ্র খরচ" হিসেবে ৩০০ থেকে ৫০০ টাকা নিয়েছে। স্কুলের পক্ষ থেকে কতিপয় কেন্দ্রের কমিটির কাছে পরীক্ষার্থী প্রতি টাকা প্রদান করার অভিযোগ রয়েছে। যে সব কেন্দ্রে অবাধে নকল চলছে সে সব কেন্দ্রে সাংবাদিকদের প্রবেশে বাধা দেয়া হচ্ছে। স্থানীয় চেয়ারম্যান প্রভাবশালী ব্যক্তিরা অবাধে কেন্দ্রগুলোতে প্রবেশ করে তাদের আত্মীয় স্বজনকে নকল সরবরাহ করছে। এদের দাপটের কারণে সৎ পর্যবেক্ষক শিক্ষক শিক্ষকরা ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় দায়িত্ব পালন করছে। এ ব্যাপারে শিক্ষা বোর্ডের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে বলা হয় অনিয়মের বিষয়গুলো তারা শুনেছে। তদন্তে সত্যতা পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্র ও জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে।